কালভেরীর অভিমুখে

বকুল চার্লস ডি'কস্তা

পুনরুত্থান সংখ্যা-২০০৮

সারা শহর জুড়ে উত্তেজনা। চারিদিকে কড়া নজরদারি। কয়েক স্তর দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী বলয় তৈরী করে রেখেছে। সবার চোখে-মুখে একটি কৌতুহলের ছাপ। সিরেন গ্রাম দিয়ে নেওয়া হচ্ছে যীশুকে। ক্রুশকাষ্ঠে ঝোলানো হবে তাকে। নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলে দাবী করেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই না-কি সেই খ্রীষ্ট যার আসার কথা ছিলো। যদি কেউ নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলে জাহির করে তাহলে অবাক হবারই কথা। ইহুদী ভণ্ড নেতা, ফরিশীরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বেটা নিজেকে ঈশ্বর পুত্র বলে জাহির করতে একটু দ্বিধাবোধ করছে না।

কিন্তু সাধারণ জনগণ দেখছে যীশুর শিক্ষা। খারাপ কাজ থেকে মন পরিবর্তনের সুন্দর সুন্দর উপমাকাহিনী, পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষ খাওয়ানো, কানানগরে বিয়ে বাড়ীতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেলে মা মারীয়ার অনুরোধে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা, ধমক দিয়ে ঝড়কে থামানো, জন্মান্ধকে সুস্থ করে তোলা, মৃত ব্যক্তিকে জীবন দেয়া – একমাত্র ঈশ্বর-পুত্র ছাড়া কেউ কি দিতে পারে?

যীশুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যে সমস্ত জনগণ মানবজাতির পরিত্রাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল সেই জনগণই আজ চিৎকার করে বলছে - 'ওকে ক্রুশে দাও ... ওকে ক্রুশে দাও'।

হাত বদলের পালায় যীশু। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। মহাযাজক থেকে কাইফার দরবার। তারপর হেরোদ। শেষে রোমীয় সম্রাট পিলাতের দরবার। সবখানে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন যীশু। উত্তেজিত জনতা ফটকের বাইরে চিৎকার করে বলছে, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও। উপায়ন্ত না বুঝে পিলাত তার নিজের ক্ষমতা বহাল রাখতে নির্দোষ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দরবারের বাইরে নিয়ে গেল যীশুকে। গায়ের কাপড় খুলে ফেলল। পরিয়ে দিল বেগুনী রংয়ের অন্য একটি কাপড় এবং মাথায় কাঁটার মুকুট। ইহুদীদের রাজা বলে বিদ্রূপ করতে লাগল। যীশু তো নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিল সেই প্রাপ্যটুকু তাকে এভাবে দিল। উদ্যোম করা হলো। খুঁটির মধ্যে যন্ত্রণায় যীশু ক্ষত-বিক্ষত। মস্ত বড় একটা ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হল তার কাঁধে।

সৈন্যরা নিয়ে চলল সেই সময়কার সবচেয়ে উঁচু পর্বত কালভেরী অভিমুখে। যেন সর্বসাধারণ দেখতে পায়। ক্রুশের ভারে যীশু বার বার পড়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা লাথি দিয়ে, বর্শার বাট দিয়ে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবুও যীশু নীরব। সব যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে। সিরেন গ্রামের মাঝপথ দিয়ে যীশু এগিয়ে চলেছে। ক্রুশভারে যীশু এগুতে পারছে না। সামনে পিছনে অগণিত জনগণ। সবাই হৈ চৈ করছে। এই প্রথম ক্রুশকাষ্ঠে পেরেক মেরে মারা হবে যীশুকে। এই কাজটা দেখার জন্য জনগণ আগে থেকে জড়ো হচ্ছে কালভেরীতে। সামনের রাস্তা আরও তিন মাইল। এতদূর পর্যন্ত যেতে পারবে তো? রোমান সৈন্যরা চিন্তিত। যদি পাছে মরে যায় সেই ভয়ে সিরেন গ্রামের শিমনকে জোর করে ধরে এনে যীশুর ক্রুশ বহন করতে আদেশ দিলেন। শিমন বার বার যীশুর দিকে তাকাচ্ছে। এত দুর্বল মানুষ এত ভারী ক্রুশটা কিভাবে বহন করছে।

ঐতো - দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কালভেরী পর্বত। এখানেই ক্রুশে বিদ্ধ করা হবে যীশুকে। দুনিয়ার মানুষ আজ দেখে যাও ভণ্ড প্রতারকের শাস্তি কিভাবে দিতে হয়। ইহুদী নেতারা আনন্দে মাতোয়ারা। আজ তাদের সব স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ হতে যাচ্ছে।

যীশুর সর্বাঙ্গ শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। বিষের জ্বালায় জর্জরিত। নির্দোষ মেষশাবকটি যজ্ঞবেদীর যুপকাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্গীয় সোনালী আভায় তার মুখশ্রী। নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

সব আয়োজন ঠিকঠাক। স্থান, কিভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করা হবে। কিন্তু সমস্যা হলো কে তাকে পেরেক মারবে। রোমান সৈন্যরা রাজী হচ্ছে না। এতো বড় জঘন্য কাজ তারা করতে নারাজ। হাতে-পায়ে পেরেক মারা তাদের পক্ষে সম্ভব না - সাফ কথা জানিয়ে দিলেন ইহুদী নেতাদের। নেতারা পড়লেন বিপাকে। তাহলে উপায়! চিন্তা ভাবনার পর মাথায় বুদ্ধি খেললো অন্ধকে দিয়ে এ কাজটা করা হবে।

খোঁজ করা হচ্ছে অন্ধের। কিন্তু এত সহজেই কি সব সমাধান করা যায়। অনেক কষ্ট করে একজন অন্ধকে পাওয়া গেল যে নাকি যীশুর হাতে-পায়ে পেরেক মারতে পারবে। অন্ধকে দিয়ে এই জঘন্য কাজটা করা অতি উত্তম কারণ অন্ধ জানে না কোথায় সে পেরেক মারছে। অন্ধ তার মজুরী হিসেবে দাম চাইল ৩০ টাকা। আর চাইবে না কেন? সারাদিন ভিক্ষে করে এমনিতেই তো সে ১৫টাকা উপার্জন করে।

চারিদিক থমথমে। আকাশ বাতাস নিস্তব্ধ। উত্তপ্ত সূর্যের সোনালী রশ্মি সাপের মত লিকলিক করছে। গলগথার সেই কালভেরীর পাথরগুলো যেন উত্তপ্ত লৌহ শলাকা। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা যায় না।

ক্রুশকাষ্ঠে যীশুকে চিৎ করে শোয়ানো হল। অন্ধের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল পেরেক ও হাতুড়ী। সৈন্যরা যীশুর হাত চেপে ধরছে। অন্ধ প্রথমে ডানহাতে তারপর বাম হাতে পেরেক মারলো। তখন প্রভু যীশু সারা শরীরের শিরাগুলো সংকুচিত হলো। যন্ত্রণায় ছটফট করছে প্রাণপ্রিয় যীশু। এবার অন্ধ যীশুর বাম পায়ে পেরেক মারল। থর থর করে কাঁপছে প্রভু যীশু। এবার ডান পায়ে পেরেক মারার সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত অন্ধের চোখে মুখে লেপটে গেল। অন্ধ দাঁড়িয়ে উঠল। মনে হচ্ছে দু'টি অগ্নিশিখা যেন চোখের ভিতরে ঢুকে পড়েছে।